পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১৩২

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

ফেব্রুয়ারি ২০২৪

পদক্ষেপ এর "ষান্মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

'পদক্ষেপ' দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সঞ্চয়, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ২৬টি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবা প্রদান করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমগুলোকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকার মহাখালী 'রাওয়া কনভেনশন সেন্টার' এর হেলমেট হলে সংস্থার "ষান্মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ২০২৩-২০২৪" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি মহোদয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ্ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের যুগ্ম পরিচালকবৃন্দ, উপ-পরিচালকবৃন্দ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ এবং প্রজেক্ট, জোনাল, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ। অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রায় সাত শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে সকল ভাষা শহিদের এবং সংস্থার যেসকল কর্মী প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। কর্মশালার সূচনা বক্তব্যে পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান সরকারের যে অর্থনৈতিক সাফল্য, তার একটি বড় অংশের দাবীদার এনজিওগুলো। কোভিড এর মতো দুর্যোগেও বাংলাদেশের অর্থনীতি সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে দেশের এনজিও সংস্থাগুলো। এনজিওগুলো মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক সাহায্যই প্রদান করছে না, মানুষের সার্বিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। তিনি 'পদক্ষেপ' এনজিও গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে বলেন, সকলের ভাগ্য পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে ভাল থাকা যায় না। সে সময়ে আমি লক্ষ্য করেছিলাম ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের পূর্বে নানাবিধ ডকুমেন্টস সংগ্রহ ও অসংখ্যবার যাতায়াতে বেশ খরচ হতো এবং পরে ব্যাংক যে পরিমাণ ঋণ অনুমোদন দিতো তার অর্ধেক নগদে ও অর্ধেক টাকার ভাউচার প্রদান করতো। আবার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যেত সুদের হারও অনেক বেশি। এসকল বিড়ম্বনা হতে সাধারণ মানুষকে মুক্তির লক্ষ্যে আমি 'পদক্ষেপ' নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করি। তিনি আরও বলেন, মাইক্রোফাইন্যান্স এর মূল শক্তি হলো সমিতি বা দল আর সমিতিই হলো এর মূল জামানত। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধীরে ধীরে এই সমিতি বা দল কালচার হতে সরে আসছি। যা খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাই সকলকে সমিতি কালচার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের সকলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইসাথে সংস্থার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাকে স্বার্থক করে তুলতে হবে।

কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং বঙ্গবন্ধু'সহ সকল ভাষা শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আমার জন্মভূমি বরিশাল, আর সেখানেই 'পদক্ষেপ' প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আমার অত্যন্ত প্রিয় বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক। যার সাথে আমি দীর্ঘদিন অনেক ধরনের কাজ করেছি। তবে 'পদক্ষেপ' যে এত বিশাল প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের জন্য বিভিন্ন কাজ করছে তা আমার জানা ছিল না। 'পদক্ষেপ' তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সেবা প্রদান করছে তা জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি, কর্মী কল্যাণ তহবিল, সামাজিক কার্যক্রম, নারী উদ্যোক্তা তৈরি, প্রবীণ ও শিশুসহ বিভিন্ন স্তরে পদক্ষেপ কাজ করছে এবং সংস্থাকে ডিজিটালাইজেশন ও স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও সরকারের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী পদক্ষেপও তার স্টাফদের জন্যে সার্বজনীন পেনশন চালু করেছে। সম্প্রতি 'পদক্ষেপ' আদাবরে আমার নির্বাচনী এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা ও মোহাম্মদপুর বছিলাতে কলেজ স্থাপন করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমি 'পদক্ষেপ' এর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি এবং এখন থেকে আমাকে যখন ডাকবে আমি 'পদক্ষেপ' এর পাশে থাকবো।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং সমাপনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি 'এমআরএ' এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বলেছিলেন আমাদের দেশের সাধারণ বা প্রান্তিক মানুষেরা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে এবং তাদের তহবিলের প্রয়োজন হয়। তাই তাদেরকে জামানত ও সুদবিহীন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতির পিতার হত্যার পর দেশের চিত্র বদলে যায়। পরবর্তীতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর আবারও গতি পায় দেশ। তিনি ক্ষমতায় এসে মাইক্রোক্রেডিটকে সুসংহত করার জন্য 'এমআরএ' গঠন করেন এবং বর্তমানে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রায় ৭৩৭টি প্রতিষ্ঠান ও ২ লক্ষ স্টাফ রয়েছে। খুব শিঘ্রই 'এমএফআই' প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের ঘোষিত সার্বজনীন পেনশন স্কিমে যুক্ত হবে। তিনি বলেন, পদক্ষেপ 'এমআরএ' এর তালিকাভুক্ত সেরা দশটি প্রতিষ্ঠানের একটি। তিনি পদক্ষেপ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রসংশা করে বলেন, করোনা কালে 'পদক্ষেপ' দেশের জনগণকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে 'সবার চেয়ে এগিয়ে আছে 'পদক্ষেপ'। আমি সকল শিক্ষার্থী ও পদক্ষেপ এর সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই এবং সেইসাথে সকলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নে সোনার বাংলার লাল সবুজ পতাকার জন্য কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্যে শেষ করছি। কর্মশালার সূচনা বক্তব্যে সংস্থার নিবাহী পরিচালক মো: সালেহ্ বিন সামস বলেন, মাইক্রোক্রেডিট ও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি পদক্ষেপ বর্তমানে প্রায় ২৬টি প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি প্রবীন ও শিশুদের নিয়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছি। এছাড়া বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি, কর্মী কল্যাণ তহবিল, বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সংস্থাকে ডিজিটালাইজেশন ও স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক ডিজিটাল ট্রান্সফরম্যাশনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, যেভাবে ফিনটেক এর আগমনের ফলে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবেলা করতে না পারলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টরে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে। তাই গতানুগতিক ফান্ডের আশায় না থেকে প্রোগ্রামকে টেকসই ও সাসটেইনেবল করার জন্য বছর শেষে যেন সারপ্লাস বের হয় যাতে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে প্রোগ্রামটি চালাতে পারি সে কাজটিই করতে হবে। আমরা বর্তমানে ২৪টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের অর্থায়নে কাজ করছি যা ১৭টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটাতে পদক্ষেপ কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এখনও পর্যন্ত ১৫ বিলিয়ন প্লাস কিউমুলেটিভ ইন্টারভেনশন ফান্ড ডেভেলপমেন্ট করে মানুষের মাঝে বিতরণ করেছি। বর্তমানে আমরা মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রায় ১ মিলিয়নের বেশি মহিলাদের সেবা প্রদান করেছি। মাইক্রোফাইন্যান্স এর চলমান প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের হাইজিন, ফিশারিজ, রেমিটেন্স, লাইভলিহুড এবং রিনিওবল এনার্জি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথিদেরকে ক্রেস্ট এবং সংস্থার সদস্যদের ৬ জন সন্তানকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক উপভোগ করার অনুরোধ রেখে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিচালক (আইসিটি) হিসেবে পদক্ষেপে যোগদান করলেন মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক

সম্প্রতি পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে আইসিটি বিভাগে পরিচালক (আইসিটি) হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক। তিনি দীর্ঘ বছর কানাডাতে শেলি অটোমেশন কোম্পানিতে রিজিওনাল সেলস ইঞ্জিনিয়ার ও প্রোডাক্ট ম্যানেজার হিসেবে পুরো কানাডা'র দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তিনি কানাডার ভ্যানকুভার দ্যা ইউনির্ভাসিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে ব্যাচেলর অব অ্যাপ্লাইড সাইন্স, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন।

অ্যাডভাইজার (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট) হিসেবে পদক্ষেপে আয়েশা খানম এর যোগদান

পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশন ডিভিশনে অ্যাডভাইজার (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট) হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব আয়েশা খানম। তিনি টিডি ব্যাংক গ্রুপে ফ্রয়েড অ্যানালিস্ট (সিনিয়র ডিটেকশন) এবং সিনিয়র ক্রেডিট অ্যানালিস্ট হিসেবে দীর্ঘ বছর কাজ করেছেন। তিনি কানাডার কার্লটন ইউনির্ভাসিটি থেকে 'ব্যাচেলর অব ইকোনমিক্স' ও 'ব্যাচেলর অব পলিটিক্যাল সাইন্স' এই ব্যাচেলর ডিগ্রি দু'টি লাভ করেন।

পদক্ষেপ স্কুল এন্ড কলেজে উপদেষ্টা (শিক্ষা) হিসেবে যোগদান করলেন অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্প্রতি পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে পদক্ষেপ স্কুল এন্ড কলেজে উপদেষ্টা (শিক্ষা) পদে যোগদান করেছেন অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি লালমাটিয়া সরকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল পদে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে উপ-পরিচারক ও সহকারি প্রকল্প পরিচালক পদে এবং বরিশাল গভ. বিএম কলেজে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে দীর্ঘ বছর কাজ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম (অনার্স) ও এম. কম (হিসাব বিজ্ঞান) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করলেন সংস্থার পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক

পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধীনে ডক্টর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিবিএ) ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। তাঁর গবেষণা মূলত 'নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন/রূপান্তর ও ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার' এর উপর অভিসন্দর্ভের জন্য এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার আদেশের আলোকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক গবেষণামূলক দীর্ঘ নিবন্ধে জাতীয় অর্থনীতিতে তার অবদান ও লব্ধ অভিজ্ঞতা দেশের বিভিন্ন সংগঠনে ইতিবাচক পরিবর্তনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে সেটি তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশীয় এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন যেখানে তিনি দ্রুত চলমান ভোগ্য পণ্য, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি এর প্ল্যানিং ও মার্কেটিং এর কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন সেক্টরে তিনি কাজ করেছেন। তাঁর এ ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তির খবর প্রকাশের পর সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সকল সহকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন তিনি। এ উপলক্ষে সংস্থার সেমিনার কক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সংস্থার পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার অ্যাড-ভাইজার ও সাবেক সচিব মোঃ শাহজাহান মজুমদার, ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক প্রমুখ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার'সহ বিভিন্ন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক, উপ-পরিচালক, সিনিয়র সহকারী ও সহকারী পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় প্রকল্পের জামালপুরে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত "আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায়" প্রকল্পের আওতায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জামালপুর পৌরসভা, পিএ-০১ এর অধীনে 'নগর মাতৃসদন কেন্দ্র' এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠাটি পরিচালনা করেন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক। জামালপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মো: ছানোয়ার হোসেন ছানু'র সভাপতিত্বে 'নগর মাতৃসদন কেন্দ্র' এর শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আবুল ফয়েজ মোঃ আলাউদ্দিন খান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শফিউর রহমান, পুলিশ সুপার জনাব মোঃ কামরুজ্জামান বিপিএম, জামালপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ ও পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রকল্পটি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন, প্রকল্প এলাকায় সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে গড়ে তোলা হয়েছে এই নগর মাতৃসদন কেন্দ্র। পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) বিতরণের মাধ্যমে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবে। যার ফলে নগরবাসী গুনগত মান সম্পন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, কিশোর-কিশোরী, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্নসেবার সুযোগ পাবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, ডাক্তার, নার্স, পুলিশসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার' চালু রয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২' এর জামালপুর পৌরসভায় পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত 'পার্টনারশিপ এরিয়া (পিএ)'-০১ এর আওতায় নগর মাতৃসদন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

রকমারি পিঠার স্বাদে ও গানে গানে পদক্ষেপ এর বসন্তবরণ

বসন্তের প্রথম দিনটি 'বাঙালির ভালোবাসার দিন' হিসেবে পরিচিত। কয়েক বছর আগেও পহেলা ফাল্গুন ও পশ্চিমা রীতির ভ্যালেন্টাইন ডে পরপর দুটি দিনে উদযাপন করা হতো। তবে নতুন করে বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কারের কারণে ২০২০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে একই দিনে উদযাপিত হচ্ছে দিবস দুটি।

বসন্তকে বলা হয় যৌবনের দূত, নবজীবনের প্রতীক। ঋতুরাজ হিসেবে এর খ্যাতি সেই আবহমানকাল থেকেই। শীতে রুক্ষ হয়ে ওঠা মৃতপ্রায় প্রকৃতিকে কোমল করে তোলে বসন্ত, যার প্রভাব পড়ে মানুষের হৃদয়ে। প্রকৃতির রঙিন অভিষেকে মানুষের মনে প্রাণে খুশির হিল্লোল। তেমনই এক উৎসবে রকমারি পিঠার স্বাদে ও গানে গানে বসন্ত বরণ করেছে পদক্ষেপ।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কারওয়ান বাজারস্থ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের রুফটপে অনুষ্ঠিত হয় অন্যরকম এই আনন্দঘন বসন্ত আয়োজন। ঋতুরাজকে বরণ করতে সকাল থেকেই নারী কর্মীরা বাসন্তী রঙের শাড়ি ও ছেলে কর্মীরা পাঞ্জাবি পরে এসেছিল অফিস প্রাঙ্গণে। আয়োজনের উদ্বোধন করেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক। তিনি বলেন, পদক্ষেপ একটি পরিবার আর একসঙ্গে এই উৎসব উদযাপনে পরিবারের বন্ধন আরও দৃঢ় করে তুলেছে। তিনি এধরনের ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য এ এইচ এম সাদিকুল হক, আনোয়ারা শরমিন, নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক প্রমুখ।

বক্তব্য শেষে কবিতা, একক ও দলীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। একে একে গান ও কবিতায় মাতিয়ে রাখে শিল্পীরা। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি চলছিল পিঠা উৎসব। কর্মব্যস্ত সময়ে শহুরে মানুষের 'শখ' করার সময়টুকু থাকে না। নবান্নের পর জাঁকিয়ে শীত পড়লে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠা তৈরির আয়োজন করা হয়। তারপর বসন্তের আগমন পর্যন্ত চলে হরেকরকম পিঠা খাওয়ার ধুম। মূলত মাঘ-ফাল্গুন এ দুমাসই জমিয়ে পিঠা খাওয়া হয়। তাই পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে বিভাগভিত্তিক পিঠা তৈরির প্রতিযোগিতা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের তৈরিকৃত পুলি, পাকন, পাটিশাপটা, চিতই ইত্যাদি হরেকরকম পিঠার সমাহার নিয়ে বসেছিল এ মেলা। মেলায় ৬টি স্টল ছিল। সম্মানিত বিচারকমণ্ডলীদের মতামতের ভিত্তিতে ভালো ও মজাদার পিঠা তৈরির জন্য ১টি স্টল/বিভাগকে প্রথম পুরস্কার ৫ হাজার টাকা এবং অন্যান্যদেরকে ৩ হাজার টাকা করে শুভেচ্ছা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণে মুখরিত ছিল এ বসন্ত উৎসব। সেইসাথে সকলে মিলে বসন্তের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ায় বসন্ত উৎসব পরিণত হয়েছিল অন্যরকম এক মিলন মেলায়। এই মিলন মেলা সকলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও একে অপরের সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

পদক্ষেপ এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা

পারস্পরিক সম্প্রীতি আর সহকর্মীদের বন্ধনে, আনন্দ-গান আর উৎসবে উদযাপিত হয়ে গেলো পদক্ষেপ এর বার্ষিক পিকনিক 'Celebrating Togetherness' -2024। কর্ম জীবনে বছরজুড়ে টানা কাজে ক্লান্ত শ্রান্ত একঘেঁয়েমি থেকে পরিত্রাণের জন্য পদক্ষেপ তার কর্মী ও তাদের পরিবারদের নিয়ে এধরনের বনভোজনের আয়োজন করে থাকে। একদিনের আনন্দ উল্লাসের মুহূর্তেই কেটে যায় বছরজুড়ে লেগে থাকা ক্লান্তির ছাপ। ভ্রমণ আনন্দ শেষে নতুন উদ্যমে আবারো শুরু হবে ব্যস্ততা। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বৃহস্পতিবার দিনব্যাপি ঢাকার সন্নিকটে ফোর্টিস ডাউনটাউন রিসোর্টে এমন একটি আনন্দঘন দিন উপভোগ করে পদক্ষেপ পরিবার।

বনভোজন আয়োজক কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকার কারওয়ান বাজার, আদাবর, মোহাম্মদপুর ও মীরপুর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও তাদের পরিবার নিয়ে রওয়ানা হয়ে সকাল ৯ টায় রিসোর্টে পৌঁছায়। নাম রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে শুরু হয় বনভোজন ও মিলনমেলার মূল অনুষ্ঠানিকতা। এছাড়া দিনভর খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ইভেন্ট, আনন্দ আড্ডা, সুইমিং, খাওয়া-দাওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বনভোজনের আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পদক্ষেপ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক'সহ নির্বাহী পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের অ্যাডভাইজার, যুগ্ম পরিচালক, উপপরিচালক, সিনিয়র ও সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

সকল পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন মজার মজার খেলাধুলাসহ বাচ্চাদের জন্য বিশেষ ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ি চিকিৎসা প্রদানের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জম ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়। সমাপনী বক্তব্য শেষে রাত ৮টায় বনভোজনের সমাপ্তি শেষে সকলে স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসেন।

একঘেঁয়েমি জীবন থেকে মুক্তি পেতে বনভোজনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রোজকার ব্যস্ত জীবন থেকে বছরে অন্তত একটি দিন সবাই মিলে একসাথে আনন্দ করে সময় কাটানো, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির নামই বনভোজন। এধরনের আয়োজনের মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে কাজের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ও অভ্যন্তরীন যোগাযোগ সুদৃঢ় হয় যা সুন্দর কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

পার্বত্য মেলায় 'পদক্ষেপ' এর অংশগ্রহণ

প্রতি বছরের মতো এবারও পার্বত্য মেলার আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডস্থ শেখ হাসিনা পার্বত্য কমপেক্সে গত ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলাটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলো। মেলায় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সমাগম ঘটে, পরিণত হয় নগরের বুকে এক টুকরো পাহাড়ি জনপদের মিলনমেলা। চার দিনব্যাপী পার্বত্য মেলায় ৯৭টি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলগুলোতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হ্যান্ডলুমে তৈরি গামছা, শাড়ি, লুঙ্গি, ব্যাগ, থামি দিয়ে তৈরি স্কার্ট ও টি-শার্ট, হাতে বোনা শাল, চাদর, ও বাঁশের তৈরি তৈজসপত্র, বিন্নি চাল, আনারস, কাজুবাদাম, ভুট্টা, পাহাড়ি খাঁটি মধু, পাহাড়ি হলুদ ও মরিচের গুঁড়া, লাল আলু, মেটে আলু, ওল কচু, বল সুন্দরী কুল, বাউকুল ও মিষ্টি ভুট্টা ও কাসাবা নামের দুর্লভ সবজি, জুম মরিচ ও পাহাড়ি কলা এবং জুমচাষের তুলার দেখা মিলছে স্টলগুলোতে। এছাড়া খাবারের স্টলে পাচনের পাশাপাশি মুরগি ভর্তা, পাহাড়ি বিভিন্ন সবজি, বিন্নি চালের পিঠা, শামুকসহ পাহাড়ি নানা খাবার। বাঁশের কাপের চা বেশ সাড়া ফেলে মেলায়। এছাড়া মেলা চলাকালীন পার্বত্য জেলার শিল্পীদের অংশগ্রহণে প্রতিদিন বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্টল স্থাপনের মাধ্যমে মেলায় 'পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। বিশেষ করে পাহাড়ি সদস্যদের পণ্য ও স্টলে পাহাড়ি কর্মীর উপস্থিতি অন্যরকম মাত্রা যোগ করে। মেলায় পদক্ষেপ' এর স্টলে তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য, হস্তশিল্প, ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁতে বোনা পণ্য, বিশেষ করে হ্যান্ডলুমে তৈরি গামছা, শাড়ি, লুঙ্গি, ব্যাগ, থামি, শাল, চাদর ইত্যাদি এবং ঐতিহ্যবাহী পার্বত্য খাদ্য দ্রব্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবন-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্যাদি সমতলের মানুষের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মেলাটি আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। এছাড়া সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মশিউর রহমান এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই ক্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুই ক্রু চৌধুরী অপু প্রমুখ।

ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় প্রকল্পের বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায় নেত্রকোণা পৌরসভা, পিএ-১ এর অধীনে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবার ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬০ জনকে বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প-আইএমইডি জান্নাতুল বাকিয়া খান রিয়া প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি ফিজিসিয়ানদের সাথে 'কি ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই)' স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে 'ইনডেপথ ইন্টারভিউ' ও ক্লাইন্টদের সাথে 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)' করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সেবার মান ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেখে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি' প্রকল্প-২য় এর আওতায় জামালপুর পৌরসভার অধীনে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জামালপুরের কলাবাগানে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের পিএমইউ, নগর ভবন, ঢাকা এর প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৩ এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন ও সহকারী পরিচালক (সহকারী সচিব) মো: আমিনুর রহমান।

কর্মশালায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা, অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়, বাস্তবায়ন ও আর্থিত অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, ডাক্তার, নার্স ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

'আইপিসিপি' প্রকল্পের আওতায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ এর 'সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন' (আইপিসিপি) প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি মাসে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার ৩টি উপজেলায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় হাঁস পালন, মাছ ও সবজি চাষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। মোট ১৬০ জন উপকারভোগীকে উক্ত প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র গোপালগঞ্জ সদরের উপজেলা প্রকৌশলী এস এম জাহিদুল ইসলাম। তিনি প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করেন উপজেলা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ। গোপালগঞ্জ জেলার প্রশিক্ষণে এলজিইডি এর গোপালগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ এহসানুল হক এবং ফরিদপুর জেলার প্রশিক্ষণে ফরিদপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শহিদুজ্জামান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আইপিসিপি' প্রকল্পের এলজিইডি সদর দপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ঢাকা অঞ্চলের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর। প্রশিক্ষণে উপকারভোগীদের প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্যভুক্তি এবং সংস্থার ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ঃ 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলার লক্ষ্যে নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে "ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কমিটিতে অর্ন্তভুক্তি করা হয়, যেন তারা তাদের সমস্যার কথা কমিটিতে সহজে বলতে পারে। সভায় দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের এ কমিটির মধ্যমে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের বিভিন্ন স্টাফসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, পিভিসি সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরামের মাসিক সভাঃ প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন, অস্টগ্রাম উপজেলার ৫টি প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বাজেট বরাদ্দ, প্রতিবন্ধী ভাতা, আইজিএ এর বর্তমান অবস্থা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় বক্তারা ভাতাসহ প্রতিবন্ধিদের বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইউনিয়ন সচিব, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসির সদস্যবৃন্দ ও পদক্ষেপ এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্বে অতিদরিদ্র পরিবারদেরকে সেবার আওতায় এনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা খাতে বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভাঃ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সেবার মান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতা খাতে বাজেট বরাদ্দ বিষয়ে নিকলী উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ কমিউনিটি ক্লিনিকের সদস্যদের ৬টি অ্যাডভোকেসি সভা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সফলতা বিষয়ক ১টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের সেবা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখার কথা বলেন। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড মেম্বার, ইউনিয়ন সচিব, বিভিন্ন সমাজসেবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসির সদস্যবৃন্দ ও পদক্ষেপ এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্ট আয়োজন ঃ পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় স্কুল ভিত্তিক কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্ট আয়োজন করা হয় এতে নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, তিনটি উপজেলায় ১৪ টি স্কুল কিশোরী ক্লাবের ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সদস্যরা কুইজ প্রতিযোগিতা, বাল্যবিবাহের উপর বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যেমে ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এই ইভেন্টের মাধ্যমে কিশোরীরা নিজেদের মোধার বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এ ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে তাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে বলে জানিয়েছে। এ সময়ে স্কুলের কিশোরী, শিক্ষকসহ সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গ্রাম কমিটিতে এবং মা ও শিশু ফোরামে 'বয়সভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন ও খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী'ঃ অপুষ্টি দূরীকরণের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে খানা পর্যায়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক সময় দেখা যায় বয়সভিত্তিক সঠিক খাবারের পরিমাণ ও গুণগত মানের খাবার নির্বাচন এবং প্রস্তুত না করা হলে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটের ৬টি 'মা ও শিশু ফোরাম' এবং ১৮টি পিভিসিতে "বয়স ভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন এবং খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মা ও শিশু ফোরামের সদস্যদের মাঝে 'নবজাতক ও শিশুর খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাবার রান্নার আদর্শ প্রণালী' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর অভিভাবক, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে শূন্য থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাবার তৈরির সময় খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখার কৌশলগত দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। এতে খানা পর্যায়ে স্বল্প খরচে ও আদর্শ প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পুষ্টিকর খাবার রান্না সম্পর্কে তারা হাতে কলমে শিখতে ও জানতে পারছে।

'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' এবং 'কৈশোর কালীন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প'ঃ সংস্থার 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে 'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' বিষয়ক ৩টি এবং 'কৈশোর কালীন' ২টি বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্প ৫টির মাধ্যমে ৩০ জন শিশু, ১০ জন গর্ভবতী মা, ৩৮ জন প্রসূতি মা, ৮৭ জন কিশোরী ও ২৮ জন প্রবীণ নারী'সহ সর্বমোট ৪২৭ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং রোগীদের মাঝে ঔষধপত্র ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলো পরিচালনা করেন নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সজীব ঘোষ। চিকিৎসা প্রদান করেন কিশোরগঞ্জের আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. অনন্যা দেবনাথ, অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো: ইউসুফ আলী এবং মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

সামাজিক উন্নয়নে কিশোরী কেন্দ্র গঠন ঃ পুষ্টিবান্ধব এলাকা গঠন, নারী-পুরুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পারস্পারিক সহমর্মিতা ও সম্মানজনক আন্ত:সম্পর্ক স্থাপন এবং নেতৃত্ব বিকাশ ও জীবন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে ১টি বাজেটরী এবং ২টি নন-বাজেটরি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) গঠন করা হয়। প্রকল্পের গুরুই, যাগড়া এবং আদমপুর ইউনিয়নে উক্ত কেন্দ্রগুলো গঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোর/কিশোরীদের গড়ে তোলা। এছাড়া পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রজনন বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে কিশোর/কিশোরীদের দলগতভাবে সচেতন করা ও ভূমিকা রাখা। এছাড়া তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মা ও শিশু ফোরামের সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে সভা ঃ প্রকল্পের

নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় 'প্রসপারিটি মা ও শিশু ফোরাম' সদস্যদের এবং অভিভাবকদের মাঝে ৩টি জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় মা ও শিশু ফোরামের সদস্যের অভিভাবকদের মধ্যে স্বামী, শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, বাবা ও মায়েরা উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোর মাধ্যমে পরিবারে পুরুষেরা ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে, কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হবে ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে ও শিক্ষায় গৃহস্থালির কাজে অংশগ্রহণ পারিবারিক বিষয় নারী ও পুরুষদের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

অপুষ্ট শিশুর উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তৈরির উপকরণ প্রদানঃ

বাংলাদেশের শিশু অপুষ্টির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টি এবং রোগ সংক্রমণের প্রতি ঝুকিপুর্ণ যা শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী। শিশুর অপুষ্টি এবং মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিকলী উপ-প্রকল্প ইউনিটে পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে নিকলী, কারপাশা এবং ছাতিরচর ইউনিয়নের ৪ জন অপুষ্ট (ম্যাম) শিশুর জন্য উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার যেমন-পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়া তৈরির উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে মা'দের মাঝে পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়ার রেসিপি ও রন্ধন প্রণালী বর্ণনা করা হয়।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ ঃ

প্রকল্পের 'ফসল চাষ বিষয়ক' আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের আওতায় নিকলী ইউনিটের নিকলী সদর, কারপাশা, ছাতিরচর, গরুই, দামপাড়া ও সিংপুর ইউনিয়নে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১৭ জন ও ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে অষ্টগ্রাম ইউনিটের পূর্ব অষ্টগ্রাম, কাস্তুল, বাংগালপাড়া, আদমপুর ও আবদুল্লাহপুর ইউনিয়নে ১৭ জন এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে অতি দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ফসলের বীজ, সার, বেড়া তৈরির উপকরণ, মাঁচা তৈরির বাঁশ, সিমেন্টের খুঁটি, সাইনবোর্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এছাড়া মিঠামইন উপজেলার ঘোপদিঘী ও ছাতিরচর ইউনিয়নে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অতি দারিদ্র ৩ জন সদস্যকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ভ্যানগাড়ি'সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ফসল চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসঃ

প্রকল্পের আওতায় গত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অষ্টগ্রাম ইউনিটের কাস্তুল ইউনিয়নে ঘাতসহনশীল/উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষ বিষয়ক ২ দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে ফসল চাষভিত্তিক প্রশিক্ষণে ঘাতসহনশীল/ উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষের উপর আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব অভিজিৎ সরকার। এছাড়া গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মিঠামইন উপ-প্রকল্প ইউনিটের ঘাগড়া ইউনিয়নে ফসল সম্পর্কিত একটি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়।

কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন ঃ একজন ব্যক্তির ব্লাড

গ্রুপ জানা থাকা খুবই জরুরি একটি বিষয়। রক্তের গ্রুপ জানা থাকলে যে কোন জরুরি সময় রোগীকে রক্তদানের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় প্রকল্পের সদস্যদের বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের প্রসবকালীন সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্মএলাকায় বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা জরুরি। এরই আলোকে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ মিঠামইন কর্মএলাকার ঘাগড়া ইউনিয়নে কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে দিনব্যাপী বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় বিষয়ক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ক্যাম্পেইনের ফলে প্রকল্পভুক্ত খানার গর্ভবতী নারী, প্রসূতি নারী, কিশোর, কিশোরী এবং তাদের পরিবারের রক্তদানে আগ্রহী মোট ১০৭ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। প্রকল্প খানা এবং প্রকল্প বহির্ভূত খানার রক্তদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে তারা তাদের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জানতে পারেবে এবং গ্রামভিত্তিক সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে।

দম্পতি ফোরামের মাসিক সভা ঃ পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের

নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ৩টি দম্পতি ফোরাম গঠন এবং ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার ও সমাজের জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা।

এছাড়া অতিদরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারী ও কিশোরীর জন্য পুষ্টি কেন্দ্রিক বিশেষ পরিসেবা সরবরাহ করা। দম্পতি ফোরামের মাসিক সভায় সর্বমোট ৭২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যাদের মধ্যে ৩৬ জন নারী ও ৩৬ জন পুরুষ সদস্য। উক্ত সভায় অপুষ্টি ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে অপুষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি, গর্ভবতি ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয় বিষয় নিয়ে সহকারী কারিগরি (পুষ্টি) কর্মকর্তাগন আলোচনা করেন।

মা ও শিশু ফোরাম গঠন ঃ মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য

নির্ভর করে। গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য মায়ের পুষ্টি চাহিদা স্বাভাবিকের থেকে অনেক খানি বেড়ে যায়। তাই এ সময় মায়ের সঠিক পুষ্টি সরবারহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন ধরে রক্তস্বল্পতায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খান, তবে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গ দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে শিশু বিকলাঙ্গ অথবা প্রতিবন্ধী হয়। শিশুর জীবনের প্রথম ১ হাজার দিনের মধ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। চিরদিনের জন্য খর্বকায় হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে শিশুর ১ হাজার দিনের স্বাস্থ্যসেবা এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়। ফোরামে মা ও গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সংস্থার "পিপিইপিপি-ইইউ" প্রকল্পের নিকলী ইউনিটে পুষ্টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে অষ্টগ্রামের কাস্তুল ইউনিয়নে নন-বাজেটারি ২টি মা ও শিশু ফোরামকে বাজেটারি করে গঠন করা হয়।

কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের 'কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) চূড়ান্তকরণ কর্মশালার' আয়োজন করা হয়। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেন এনভায়রণমেন্ট এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস), পদক্ষেপ এবং ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রেইনিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এমটিআই)। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বন অধিদপ্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং এর প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপপ্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ মইনুদ্দিন খান উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপপ্রধান বন সংরক্ষক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব গোবিন্দ রায়। কর্মশালার শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'ইএডিএস' এর চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব এএইচএম সাদিকুল হক। পরবর্তীতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক। এছাড়া কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের টিম লিডার ও এনভায়রণমেন্টাল স্পেশালিস্ট মৌসুমী কর, প্রকল্পের সোস্যাল সেফগার্ড স্পেশালিস্ট ও পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক আয়েশা সিদ্দীকাসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভুক্ত বনাঞ্চলে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধকমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কর্মীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া, ইনডোর গেইম ও জিমনেসিয়ামসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা

কারওয়ান বাজারস্থ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডাইনিং/ক্যাফেটেরিয়া, ইনডোর গেইম, জিমনেসিয়ামসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে। স্টাফদের কাজের একঘেয়েমিতা দূরীকরণের জন্য গেইম জোন এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অফিসের স্ব-স্ব কার্য সম্পাদন শেষে গেইম জোনে সকলে খেলাধুলা করতে পারবে। এছাড়া সকল স্টাফদের শারীরিক ফিটনেস ও সুস্থ্যতার কথা চিন্তা করে জিমনেসিয়াম এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে জিমনেসিয়াম ব্যবহারের ক্ষেত্রে অফিস শুরুর পূর্বে এবং অফিস ছুটির পরে ১ ঘন্টা করে ৭টি সেশনে সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল ৭.৪৫ টা থেকে সকাল ৯:৪৫ টা এবং বিকাল ৫:০০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, নারী কর্মীদের জন্য বিকাল ৫:০০ টা থেকে ৬:০০ ঘটিকা এই ১ ঘন্টা পর্যন্ত সময়ে জিমনেসিয়াম ব্যবহার করা এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোন পুরুষ কর্মী যেন জিমনেসিয়াম ব্যবহার না করে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সুযোগ সুবিধা সমূহের যথাযথ ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানিয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৩৩৯ জন

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে যুগ্ম পরিচালক পদে ১ জন এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ১০৬ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে এবং সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব) পদে ১৯৯ জনকে 'হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এবং প্রধান কার্যালয়ের ৩১ জন উর্ধ্বতন কর্মীদের 'মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি:উৎস 'সিডিএফ' কর্তৃক `ME & SME Employees Development' বিষয়ে ১ জন সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) ও টেন্ডার নোটিশ নোটিফিকেশন সার্ভিস কর্তৃক 'ই-জিপি ট্রেনিং' বিষয়ে ১ জন সিনিয়র সহকারী পরিচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'পিআইডিএম' সেবা দিয়েছে ৮০৮ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২৪টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৮০৮ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৪টি সভা ও ১২টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন হয়েছে ৬১টি

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৬১ জন গ্রাহককে ১৯.৫১ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৬০,৪১০ জন গ্রাহককে ৫৩৬.৭৯ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১৫৫ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফাইন্যান্স বিভাগে প্লানিং, কোঅর্ডিনেশন এন্ড প্রোডাক্ট ডেভলপমেন্ট ইউনিটে যুগ্ম পরিচালক পদে ১ জন, আইসিটি বিভাগে সিনি: ম্যানেজার পদে ১ জন, মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে সিনি: ম্যানেজার পদে ২ জন, টেকনিক্যাল অফিসার পদে ১ জন এবং আগৈলঝাড়াতে প্রমিজ ফার্মেসিতে ফার্মেসি ম্যানেজার পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পের কক্সবাজারে এমআইএস অফিসার পদে ১ জন, ফিজিশিয়ান স্পেশিয়ালিস্ট পদে ১ জন, পিএইচসিসি ম্যানেজার পদে ১ জন, মেডিকেল অফিসার পদে ১ জন ও ফিল্ড সুপারভাইজার পদে ১ জন এবং নেত্রকোণা এলাকার জন্য মেডিকেল অফিসার পদে ১ জন ও পিএইচসিসি ম্যানেজার/ফিজিশিয়ান পদে ১ জন; সমৃদ্ধি কর্মসুচির সুরমা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে ১ জন; অফিস সহকারী পদে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বি-বাড়িয়া জোনের সলিমগঞ্জ ব্রাঞ্চে ১ জন, রুপসদী এরিয়া অফিসে ১ জন ও দিনাজপুর জোন অফিসে ১ জন এবং বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১/সিএম-২ ও এবিএম পদে ১৩৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে সিপিএফ হতে ৩৩ জন কর্মীকে ৫৮,১১,১৪১/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩৩ জন কর্মীকে ১,৭৪,৯২৪/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে ৫৮ জনকে ২৭,১০,৬০৫/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩০ জনকে ৪,৬০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

এস টাওয়ার, বাড়ি নং-২৮/১, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ০১৭৫৫-৬৪৭৭৯১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৪৮১১৯৭৯৪
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org